দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 APR 1991 পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

৩।

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা

সরকার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ব্যয়ভার লাঘব করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় জীবনেই দু'টি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। পঞ্চম শ্রেণী অধ্যয়ন শেষে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী অধ্যয়ন শেষে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এই বৃত্তি দেয়া হয়। বৃত্তি পরীক্ষার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। সাধারণতঃ উপজেলা সদরে প্রাথমিক এবং জেলা সদরে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্র রাখা হয়। সঙ্গত কারণে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায়ই তুলনামূলকভাবে বেশী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা সামান্য কষ্ট স্বীকার করে হলেও মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পায়। আর এজন্যই সরকার প্রবর্তিত বৃত্তি ব্যবস্থার যথার্থ ফললাভ হয় বলে আমরা মনে করি। কিন্তু জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র জেলা শহরে হয় বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থী মেধা নির্বাচনী এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে না। এর কারণ রয়েছে বহুবিধ। এক, গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ অভিভাবকই দরিদ্র এবং কৃষক। জেলা শহরে ২-৩ দিন অবস্থান করে পরীক্ষা দেয়ার সামর্থ্য ছেলেমেয়েদের থাকে না। দুই, আবাসিক সংকট এবং প্রতিকূল পরিবেশের ফলে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে না। তিন, বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা এবং অন্যান্য কারণে যথাযথ পাঠ্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় প্রতিযোগিতমূলক পরীক্ষা দেয়ার মনোবল থাকে না।

উল্লেখিত কারণে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদানের আসল উদ্দেশ্যই সফল হয় না। এ ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাকে অর্থবহ করতে হলে যা প্রয়োজন তা হল—আগ্রহী সকলকে নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। আর এজন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা হল—এক, প্রতিটি উপজেলা সদরে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্র রাখা। দুই, দূরের পরীক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আবাসিক ব্যবস্থা করা। তিন, পরীক্ষার কেন্দ্র উপজেলা সদরেই হবে এ মর্মে বছরের প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা। চার, পরীক্ষার ফী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস করা।

—এ, কে, এম, মান্নান কবীর